

মৃত্যু সবার জন্য পূর্ব নির্ধারিত"

মৃত্যু সবার জন্য পূর্ব নির্ধারিত"

-
"সত্য যুগে এক বার বশিষ্ঠ মুনি বিশাল এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে স্বর্গ মর্ত্যের সবাইকে নমিত্রণ করা হয়েছিল। সেই যজ্ঞে চৌদ্দ ভুবনের ঋষিগণ, মুনিগণ ও সনাতন ধর্মের মহাজনরা সবাই আসতে শুরু করে।

-
সেই সময় যমরাজাও এই যজ্ঞে আসেন, তবে তিনি প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকান সময় দেখে একটি টিয়ে পাখি সেই ফটকের উপরে বসে আছে এবং তিনি একটু ভালো করে পাখিটিকে দেখলেন। টিয়ে পাখিও যম রাজাকে দেখলো এবং এও দেখলো যে, যমরাজা তারদিকে তাকিয়ে কি যেনো ভাবছে।

-
এতে পাখিটির অন্তরাত্মা কঁপে উঠলো। কারণ পাখিটি জানে যমরাজা যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তার মৃত্যু অনিবার্য। পাখিটি দুঃখিত হয়ে তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

-
এই সময় পাখিটির ইষ্ট দেবতা গরুর পাখিও এই অনুষ্ঠানে আসতে ছিলো। টিয়ে পাখি গরুরদেবকে দেখে তার চরণে উড়ে এসে বসলো এবং তাকে আসন্ন মৃত্যুর থেকে রক্ষা করার জন্য গরুরদেবের নিকট অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

-
গরুরদেব তাকে রক্ষা করার জন্য পাখিটিকে তার পিঠে চরিয়ে ভুবল্লোকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অনেকে উপরে উঠার জন্য উড়ে গেলো।

-
ভুবল্লোকে গিয়ে দেখে তার পিঠে বসা পাখিটিনেই। গরুরদেব ধ্যান করে জানতে পারলেন যে, টিয়ে পাখিটি পনের হাজার মাইল উপরে উঠার সময় সে বায়ুর অভাবে মৃত্যু বরণ করেছে।

-
গরুরদেব দুঃখিত হলো। গরুরদেব যখন সেই যজ্ঞে যমরাজার সাথে দেখা হলো, তখন তিনি যমরাজাকে প্রশ্ন করলেন, "হে যমরাজ। আপনি বলুন, এখানে আসার সময় ঐ ছোট্ট টিয়ে পাখিটির দিকে কেনো অপলক তাকিয়ে ছিলেন।"

-
তখন যমরাজ হাঁসে হাঁসে বললেন, "ঐ টিয়ে পাখিটিকে দেখে আমি ভাবতে ছিলাম যে, ওর মৃত্যুবলে পনেরো হাজার মাইল উপর আকাশে কন্টি ও এই গটের উপর এখনও কঁকিরছে।"

-
এইগল্প থেকে আমরা বুঝলাম আমাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে আগে থেকেই তাই উদ্ধগ্ন হয়ে লাভ কি?

-
মানুষ তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার আত্মা এই জন্মে কোন বিশেষ দহে লাভ করে এই ভাবে।

-
আত্মা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বারবার দহে পরবর্তন করতে থাকে।